দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 NOV 1987

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নিরক্ষরতা জাতির জন্য এক মহা অভিশাপস্বরূপ। যতোই দিন যাচ্ছে, লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে হলে আমাদের মতে মুক্তাঙ্গন শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত। উল্লেখ্য, বেশ কিছুকাল আগে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রতির জন্য দেশের কয়েকটি উপজেলায় মুত্কাঙ্গন শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিলো। এতে বেশ সুফলও হয় বলে জানা গেছে। বলা বাহুল্য, বৃটিশ আমলে আসামের একটি জেলায় নিরক্ষতা দূরীকরণের জন্য না-কি এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিলো।

রাশিয়া ১৯২৭ সনে এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অধীনে নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে রাস্তাঘাটে ও মাঠে বিদ্যালয় চালু করে স্বল্পকালের মধ্যেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে সক্ষম হয়েছিলো। শুষ্ক মওসুমে বিশেষ করে শীতকালে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের বিশেষ কোন কাজ কর্ম থাকে না। এ সময় রোদ বৃষ্টিও তেমন নেই। কাজেই, এ মওসুমের দু'এক মাস সময় মুক্তাঙ্গন শিক্ষা প্রবর্তন করলে বহু নিরক্ষর লোককে অক্ষর জ্ঞান দান করা সম্ভব হবে। তবে এ ধরনের পরিকল্পনা সফল করতে হলে বিপুল সংখ্যক উৎসাহী শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। আর এ মওসুমে তা পাওয়া দুরূহ ব্যাপার নয়। কেননা, এ মওসুমে দু'মাস স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা খোলা থাকলেও পড়াশুনা তেমন হয় না। কাজেই স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষকগণকে এ কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিদিন সকালে ছেলেমেয়েরা কোরান শিক্ষার জন্য মক্তবে গমন করে থাকে। উল্লেখ্য, ৬৮ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে একটি করে ফুরকানিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। ঐগুলো যুগ যুগ ধরে বেসরকারী সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে চলে আসছে। কাজেই ঐ সময়ে আরবী শিক্ষার সাথে সাথে তাদেরকে বাংলা অর্থাৎ ১ম শ্রেণীর বই শিখানো সম্ভব।

ঐসব ছেলে-মেয়েদের ৯৫ ভাগ বিদ্যালয়ে হাজির হয় না তাদের অভিভাবকদের সৌখিন্য ও দৈন্যদশার কারণে। তৃতীয়তঃ বয়স্ক নিরক্ষর মুছল্লীরা যে কোন মওসুমে মাগরেব ও এশার নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে মসজিদের ইমামের কাছে বাংলা লেখাপড়া লিখতে পারেন। কারণ, দেশের প্রতিটি গ্রামে একাধিক মসজিদ আছে এবং মসজিদগুলো মোটামুটি শিক্ষিত ইমাম দ্বরাই পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া টোল প্রতিষ্ঠা করেও অন্যান্য বয়স্কদের শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। দেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কাজ চলছে। কাজেই উপজেলাগুলো এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে প্রতিটি গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ সহজেই সমাধা হতে পারে।

সুতরাং শীতকালে দেশের প্রতিটি এলাকায় মুক্তাঙ্গন শিক্ষার প্রবর্তন করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ চালু করলে স্বল্পকালের মধ্যে 'দেশকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—আবু মোহাম্মদ আদীল

সার্বজনীন শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা

'শিক্ষাই সকল জ্ঞানের উৎস।' এক কথায় 'শিক্ষাই আলো'। এজন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষার। আর বিশ শ' সালে সবার জন্য শিক্ষা বা সার্বজনীন শিক্ষা যাতে বাস্তবায়িত হয় এজন্য হয়তো প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছরে শিক্ষা কি সার্বজনীন হতে পেরেছে? না-কি আগামীতে আশা করা যায়। তবে এটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা যায়, আমাদের সার্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সামান্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা সার্বজনীন বা 'সবার জন্য শিক্ষার' ক্ষেত্রে মোটেই সহায়ক নয়। এ জন্য প্রয়োজন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ এ ছাড়া প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার প্রসঙ্গটিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। যদি তা না হয় তবে আমাদের দেশে সার্বজনীন শিক্ষার প্রত্যাশা করা 'আকাশ কুসুম' কল্পনারই শামিল হবে। যেখানে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় নব্বই শতাংশই দিন-মজুর তথা, নিম্ন বিত্তের সেখানে শুধু মাত্র বিনামূল্যে বই বিরতণের মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষা বা সবার জন্য শিক্ষার কল্পনা করা মোটেই যুক্তিসংগত নয়। বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার— বিনামূল্যে বই বিতরণের ফলে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন এসেছে কি-না অথবা শিক্ষার হার বেড়েছে কি-না। যদি এর কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় এটা সার্বজনীন শিক্ষা নয় এবং শ্লোগান মাত্র। সার্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রয়োজনীয় বই এর পাশাপাশি খাতা, পেন্সিলসহ শিক্ষার উপকরণের সহজলভ্যতা। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উদ্যোগের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে। (ক) বিনামূল্যে বই বিতরণের পাশা-পাশি প্রয়োজনীয় খাতা-পত্র, পেন্সিল বা কলমও বিতরণ করতে হবে। (খ) বিদ্যালয়ে ভর্তি ফী অথবা পরীক্ষা ফী পদ্ধতি বাতিল করতে হবে এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরকার কর্তৃক বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) স্কুলের পোশাক বা ইউনিফরম প্রতি বছর বিনা মূল্যে বিতরণ করতে হবে। (ঘ) প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সামগ্রীসহ বছরে দুই থেকে তিনবার শিক্ষা সফর বা বিনোদনমূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া সময় সময় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার বা চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের উদাসীনতা কেটে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

—আহমাদ আলী